<u>কলকাতা উচ্চ আদালত</u>

<u>দেওয়ানি আপিল বিচারক্ষেত্র</u>

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিত:

মাননিয় বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০২৩ সালের এফএমএটি (এমভি) ১৬৪

সহ

২০২৩ সালের সি এ এন ১

কাজল পাল এবং আরেকজন

বনাম

ওরিয়েন্টাল বীমা কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকজন

আপিলকারীদের পক্ষে : শ্রী শুভঙ্কর মণ্ডল, আইনজীবী

উত্তরদাতাদের পক্ষে : শ্রীমতী সুচরিতা পাল, আইনজীবী

শুনানি : ২৭.০৯.২০২৩

বিচার : ০৬.১০.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত-

২০২৩ সালের সি এ এন ১

১. এটি মোটরযান আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৭৩(১) এর অধীনে দায়ের করা বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আবেদন। তাৎক্ষণিক আপিল দাখিল করতে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাওয়ার জন্য আবেদন।

২. আপিলকারী/আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মন্ডল তাৎক্ষণিক আপিলের জন্য ১৭৩৮ দিনের বিলম্ব মওকুফের জন্য আবেদনটি পেশ করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে বিলম্ব আপিলকারীদের পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটি বা অবহেলার কারণে হয়নি। তিনি ১৯৮৮ সালের মোটরযান আইনের ১৭৩(১) ধারার অধীনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবেদনকারীরা আপিল দায়ের করতে না পারার কারণগুলি দেখানোর জন্য ৪, ৫ এবং ৬ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেন। তিনি বিলম্ব মওকুফের জন্য প্রার্থনা করেন এবং আরও প্রার্থনা করেন যে আপিলটি যথাযথ ন্যায়বিচারের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে শুনানি করা হোক কারণ এই আইনটি সমাজের সুবিধার জন্য প্রণীত হয়েছে।

৩. অন্যদিকে, সুশ্রী সুচরিতা পল, বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা দায়ের করা হলফনামা, উত্তরদাতা নং-১ এর পক্ষে উপস্থিত /বীমা কোম্পানিকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবীরা উপস্থিতি

আবেদনকারী/আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে হলফনামা-দাখিল-উত্তর দিন করতে পছন্দ করেননি। তদনুসারে, রেকর্ডটি শুনানির জন্য নেওয়া হয়।

৪. শ্রীমতী সুচরিতা পাল তীব্রভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিল দায়ের করার ক্ষেত্রে অত্যধিক বিলম্বের ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দেওয়া যাবে না কারণ আপিলকারী/আবেদনকারীরা ১৭৩৮ দিনের বিলম্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিল দায়ের করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে আপিলকারী/আবেদনকারীরা আর্থিক সংকট, যথাযথ নির্দেশনার অনুপস্থিতি এবং কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিলম্বের কারণ দেখিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে এই কারণগুলি গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, বিলম্বের ক্ষমার জন্য আবেদন।

৫. আরও বলা হয়েছে যে, যদি আর্থিক সংকট দেখা দিত, তাহলে আপিলকারী/আবেদনকারীরা ১৯৮৭ সালের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের ১৩ ধারার অধীনে বিনামূল্যে আইনি সহায়তার জন্য রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারতেন। তা ছাড়া, কোভিড-১৯ মহামারী ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল এবং এটি ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই ধরনের সময়কাল ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ বিলম্ব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে এটি ১৭৩৮ দিনের বিলম্বে আসে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের চার বছর আগে এবং কোভিড-১৯-এর কারণে লকডাউন প্রত্যাহারের পরেও আপিলকারী/আবেদনকারীরা আপিল দায়ের করতে পারেননি। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ২০১৬ সালের ৩১শে মার্চ রায় এবং রায় প্রদান করে, যার ফলে একটি

আবেদনকারী/আবেদনকারীদের পক্ষে ১৬,৭১,৭০৮ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ। বীমা সংস্থাকে দাবি মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ৮ শতাংশ সুদের সঙ্গে উল্লিখিত প্রদত্ত পরিমাণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান করতে হবে যা ব্যর্থ হলে, আবেদনকারী/আবেদনকারীদের বিতর্কিত রায় এবং রায়ের তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত ৯ শতাংশ সুদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অতএব, আবেদনকারী/আবেদনকারীরা স্বচ্ছ হাতে আসেননি এবং অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করার জন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ বা কারণ দেখাতে ব্যর্থ হন। তাৎক্ষণিক আপিল করতে ১৭৩৮ দিনের বিলম্ব।

৬. এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে বীমা সংস্থাটি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছে। ৩১শে মার্চ, ২০১৬ তারিখের উক্ত রায় এবং রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের ৭৭ নং মামলা, যা এখনও লর্ড ট্রাইবুনেলে নিষ্পত্তির জন্য বিচারাধীন। এই ধরনের বিবিধ মামলার বিচারাধীনতা আপিলকারী/আবেদনকারীদের আপিল দায়ের করতে বাধা দেয় না, যখন আপিলকারী/আবেদনকারীরা লার্নড ট্রাইবুনেলে গৃহীত ৩১৮শে মার্চ, ২০১৬ তারিখের উক্ত রায় এবং রায়ে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করেন। অতএব, বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদনটি লিমিনিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে এবং সেইসাথে আপিলটি সীমাবদ্ধতা দ্বারা নিষিদ্ধ হিসাবে খারিজ করা উচিত।

৭. উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এবং আবেদনটি পর্যালোচনার পর, মনে হয় যে আপিলকারী/আবেদনকারীরা উল্লেখ করেছেন একটি আবেদনে আপিল দায়ের করতে বিলম্বের নিম্নলিখিত কারণগুলি নিম্নরূপঃ-

i. বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন সহ বীমা সংস্থার পর্যালোচনার আবেদন জমা দেওয়ার কারণে বিলম্ব হয়েছে। ২০১৬ সালের বিভিন্ন মামলার সংখ্যা ৭৭ নং মামলাটি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে রায় এবং রায়ের বিরুদ্ধে তারিখ ৩১.০৩.২০১৬ এবং এটি এখনও শুনানির জন্য মুলতুবি রয়েছে।

ii. মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় এবং বীমা কোম্পানি আজ পর্যন্ত উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণও পরিশোধ করেনি বলে আপিলকারী/আবেদনকারীরা হাইকোর্টে আপিল দায়েরের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি। অবশেষে, আপিলকারী/আবেদনকারীরা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় হাইকোর্টে আপিল দায়ের করার জন্য ২০২৩ সালের ৪র্থ সপ্তাহে একটি পরামর্শ পান।

iii. যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, আবেদনকারী/আবেদনকারীরা কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেননি।

iv. যথাযথ নির্দেশনার অভাব এবং তীব্র আর্থিক সংকটের কারণে, আপিলকারী/আবেদনকারীরা সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেননি।

৮. আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, এই আদালত মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ১৭৩ ধারা (এরপরে " সেই আইন") হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

> **<u>ধারা.১৭৩ আপিল - (১)</u> এর বিধান সাপেক্ষে উপ-ধারা (২) দাবি ট্রাইব্যুনালের রায় দ্বারা ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি, রায়ের তারিখ থেকে নব্বই দিনের মধ্যে, উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেনঃ**
>
> তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তিকে এই ধরনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, তার কোনও আবেদন হাইকোর্ট গ্রহণ করবে না, যদি না সে তার সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা বা এইভাবে প্রদত্ত অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ, যেটি কম হয়, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী জমা করেঃ
>
> **আরও শর্ত থাকে যে, উচ্চ আদালত নব্বই দিনের উক্ত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপিলটি গ্রহণ করতে পারে, যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারীকে সময়মতো আপিল করতে যথেষ্ট কারণে বাধা দেওয়া হয়েছিল।**
>
> (২) আপিলে বিতর্কিত অর্থের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম হলে কোনও দাবি ট্রাইব্যুনালের কোনও রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আপিল করা হবে না।

৯. উপরোক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, রায় এবং রায় প্রদানের তারিখ থেকে 90 দিনের মধ্যে উক্ত আইনের ধারা 173(1) এর অধীনে বর্ণিত সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে 90 দিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও হাইকোর্ট আপিলটি গ্রহণ করতে পারে তবে আদালতের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে আপিলকারীকে বিধিবদ্ধ সীমার বাইরে আপিল করার জন্য পর্যাপ্ত কারণের দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছে।

১০. বিলম্বের জন্য পর্যাপ্ত এবং যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে এবং তাৎক্ষণিক আপিল দাখিল করতে কেন এত বিশাল বিলম্ব হল তা আপিলকারীকে আবেদনে ব্যাখ্যা করতে হবে। ধারা থেকেই স্পষ্ট যে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু আইন যখন আপিলের জন্য সীমাবদ্ধতা প্রদান করে তখন বিলম্ব ক্ষমা করা কখনই যান্ত্রিক এবং নিয়মিত পদ্ধতি হতে পারে না।

১১. এই শর্তটি বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য আদালতের বিবেচনার ক্ষমতাকে বিবেচনা করে। তারপরেও, কারণগুলি নথিভুক্ত করে বিচারিকভাবে বিচক্ষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। যখন ১৭৩৮ দিনের বিশাল বিলম্ব হয় তখন একটি আদালত বিবেচনা করার সময় এই জাতীয় পর্যাপ্ত কারণ গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত কারণ এবং/অথবা প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করতে বাধ্য। বিলম্বের ক্ষমার জন্য আবেদন।

১২. প্রথম কারণ হিসেবে বলা যায়, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিয়ে আপিলকারী/আবেদনকারীরা সন্তুষ্ট না হলে, বীমা কোম্পানি কর্তৃক পর্যালোচনার জন্য বিবিধ মামলা দায়ের করা কোনওভাবেই এই হাইকোর্টে আপিল দায়ের করতে বাধা দেয় না। আপিলকারী/আবেদনকারীরাও ২০১৬ সালের ৭৭ নং বিবিধ মামলার পক্ষ এবং এটি একটি পৃথক কার্যক্রম। সুতরাং, বিবিধ মামলা দায়ের করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়

আপিলকারীদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আপিল দায়ের করতে বাধা দিয়েছে। এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দায়ের করতে পারত।

১৩. দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলা যায়, কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার আগে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে অথবা ২০১৬ সালের ৩১শে মার্চ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও রায়ের মতো মহামারী শেষ হওয়ার পরেও কেন আপিলকারী/আবেদনকারীরা বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি, তার কোনও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা আবেদনে দেওয়া হয়নি।

১৪. তৃতীয় কারণ হিসেবে বলা যায়, এই আদালত আপিল না করার কোনও পর্যাপ্ত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না কারণ কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ২০২০ সালে শুরু হয়েছিল এবং এটি ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিলম্বের মোট সময়কাল থেকে ইতিমধ্যেই এই সময়কালগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, আপিলকারী/আবেদনকারীরা ২০২০ সালের আগে বা ২০২১ সালের পরে আপিল করতে পারবেন না। ২০.০৩.২০২৩ তারিখে আপিল দায়ের করা হয়েছিল। অতএব, আইনটি একটি সুবিধাজনক আইন এই অজুহাতে ১৭৩৮ দিনের এত বিশাল বিলম্ব অনুমোদিত হতে পারে না।

১৫. শেষ কারণটির ক্ষেত্রে, বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন আর্থিক সংকট দেখা দেয়, তখন আবেদনকারীরা ১৯৮৭ সালের আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইনের ১৩ ধারার অধীনে আপিল করার জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারতেন

কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। আবেদনকারীরা আপিল দায়ের করার সময় প্রায় পাঁচ বছর ধরে নীরব থাকতে পারেনি যখন তারা বিতর্কিত রায় এবং রায়ে ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট বোধ করছিল। আবেদনকারীরা হাইকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিস কমিটি, রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ বা জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে পারত। যথাযথ দিকনির্দেশনা বা পরামর্শ এবং আর্থিক সঙ্কটের কারণে আবেদনকারীদের দ্বারা দেখানো কারণগুলি তুচ্ছ এবং ন্যায্যতা ছাড়াই। আবেদনকারীরা/আবেদনকারীরা তাদের মামলা পরিচালনায় যথাযথ অধ্যবসায় দেখায় না। তদনুসারে, আবেদনে বিলম্বের কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে আইনের চোখে মোটেও সন্তোষজনক নয়।

১৬. উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, এই আদালত আপিলকারী/আবেদনকারীদের যুক্তি সমর্থন করার জন্য কোনও 'পর্যাপ্ত কারণ' বা পর্যাপ্ত কারণ খুঁজে পায় না যে তারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করতে যথেষ্ট কারণ দেখিয়ে বাধা দিয়েছেন। অধিকন্তু, ১৭৩৮ দিনের বিশাল বিলম্ব কেবল এই কারণে অনুমোদিত হতে পারে না যে আইনটি 'উপকারী আইন' । আদালতের কাছে যাওয়ার সময় বা তার কাছ থেকে প্রতিকার চাওয়ার সময় আবেদনকারীদের আরও সতর্ক থাকা উচিত এবং যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যারা তাদের নিজস্ব অভিযোগের জন্য তাৎক্ষণিক এবং পরিশ্রমী নন তাদের প্রতিকার দেওয়া যাবে না।

১৭. তদনুসারে, পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বা বিলম্বের কারণের অভাবে, বিলম্বের ক্ষমা করার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

১৮. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির আলোকে, প্রয়োগটি ২০২৩ এর সি এ এন ১ প্রত্যাখ্যাত।

১৯. ফলস্বরূপ, আপিলটি FMAT (MV) নং 164 অফ 2023 হওয়ায়, সীমা দ্বারা নিষিদ্ধ বলে খারিজ করা হবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকবে।

২০. এই রায় এবং আদেশের একটি কপি, নিম্ন আদালতের রেকর্ডসহ, যদি পাওয়া যায়, তাহলে তা অবিলম্বে তথ্যের জন্য বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানো হোক।

২১. সকল পক্ষকে কলকাতা হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার কপি ব্যবহার করতে হবে।

২২. সকল আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, এই রায় এবং আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট কপি পক্ষগুলিকে প্রদান করা হোক।

(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)

পি. আদাক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal